(সকলে একত্রে) আমার ক্ষতি সাধনের তদ্বীর কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিওনা। (সূরাঃ আ'রাফ-১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়, ইরশাদ হচ্ছে, তুমি যদি ওদেরকে সৎপথে ডাকো তবে ওরা তোমার অনুসরণ করবে না। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারো ডাক শুনতে পায় না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা।

ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "হে পিতা এমন মূর্তির উপাসনা করবেননা যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না আপনার কোন কাজ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মূর্তি পূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট। এমন কি এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি বলে দাও, আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছো তাদেরকে ডাকো, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকো এবং আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিয়ো না। আর আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে দেখো আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবক। ঐ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি।

---

(৮) শানে নুযূলঃ "নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছো, তারা সকলে দোযখের ইন্ধন হবে।" এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কাফিররা খুব ক্রোধান্বিত হয়ে গেল, তাদেরকে অস্থির দেখে ইবনুয্ যাবআরী নামক জনৈক কাফির বলল,

তোমরা ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি এর উত্তর দিচ্ছি। সে এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, তুমি বলছো, আমরা যাদেরকে পূজা করি তারা দোযখের ইন্ধন হবে। তবে তো ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং ফিরিশ্তারাও দোযখের ইন্ধন হবে। কেননা, বিভিন্ন দল এদের পূজা করে থাকে। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى - أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ*

অর্থঃ- *যাদের জন্য আমার পক্ষ হতে মঙ্গল নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে তা (দোযখ) হতে দূরে রাখা হবে।* (সূরাঃ আম্বিয়া-১০১)

ব্যাখ্যাঃ- তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ওযাইর (আঃ), ও ফিরিশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীর কুরতুবীর এক রিওয়ায়াতে এ প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস বলেনঃ কুরআন মাজীদের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জওয়াবের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করলঃ আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেনঃ আয়াতটি হলো এই, (উপরোক্ত আয়াত)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকেঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনু যাবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেনঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে

তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করলঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেনঃ আমি বলতাম যে, খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর এবং ইয়াহুদীরা ওযাইর (আঃ)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার জওয়াব দিতে পারবেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল করেন।

ইয়াতীমের মাল প্রসঙ্গ

(১) শানে নুযূলঃ- "ইয়াতীমের মাল খাওয়া দোযখের জ্বলন্ত আগুন খাওয়ারই শামিল।" আয়াতটি নাযিল হলে শ্রবণকারীরা ভীত হয়ে ইয়াতীমদের লালন-পালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিল। আর এরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা খুবই অসুবিধা জনক। এর সুব্যবস্থার জন্য তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন করলে, তাঁর প্রতিবিধান রূপেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى - قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ - وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ - وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ *

অর্থঃ- *আর মানুষ আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয়; আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে ব্যয় বিধান একত্রই রাখ, তবে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ স্বার্থ নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষা কারীকে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন;*

আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরাঃ বাক্বারা-২২০)

ব্যাখ্যাঃ- তফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়, পূর্বের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ এই ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেন। এখন ঐ ইয়াতীমদের জন্যে রান্নাকৃত খাদ্য বেঁচে গেলে হয় ওরাই তা অন্য সময় খেয়ে নিতো না হয় নষ্ট হয়ে যেতো। এর ফলে এক দিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনই তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। সুতরাং তাঁরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে এ সম্বন্ধে আরয করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সৎ নিয়তে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। যদিও মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়, তবে নিয়্যাত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলার নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের মাল রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চান না। ইয়াতীমদের আহার্য ও পানি পৃথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিলেন।

এখন একই হাড়িতে রান্নাবান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্যে মহান আল্লাহ বৈধ করলেন। এমনকি ইয়াতীমদের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তবে ন্যায়ভাবে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজন বশতঃ ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগিয়ে থাকে তবে সে পরে তা আদায় করে দেবে।

---

(২) শানে নুযূলঃ- যেমন কারো প্রতিপালনে কোন ইয়াতীম ধনবতী ও সুন্দরী বালিকা থাকলে, তার অর্থ ও রূপের মোহে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে চাইত, কিন্তু সর্বদিক দিয়ে তার অধীন হওয়ায় এবং এ ইয়াতীম বালিকার হক বুঝে নেয়ার অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় এ বালিকাকে অন্যে যে মোহর দিত সে তা দিত না। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا*

অর্থঃ- *আর যদি তোমাদের এ বিষয়ে আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না; তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নেও, দু'দু'টি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে। অতঃপর যদি তোমাদের এ আশঙ্কা থাকে যে, ইনসাফ করতে পারবে না, তা হলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে, অথবা যে দাসী তোমাদের অধিকারে আছে, তাই যথেষ্ট। এ উল্লিখিত বিধানে অন্যায়ের আশংকা কম।* (সূরাঃ নিসা-৩)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ইয়াতীম মেয়ে। আর শরীঅতের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালিগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে বালিগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি অনেক বয়স্ক মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপার্দ করা হয়-এটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালিগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালিগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা চোখবুঁজে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানূনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- কোন কোন ব্যক্তির প্রতিপালনে কুৎসিত ধনবতী ইয়াতীম বালিকা থাকত। কিন্তু কুৎসিত হবার দরুণ নিজেও তাকে বিবাহ করতে চাইত না এবং অন্যের সঙ্গেও এ জন্য বিবাহ দিত না যে, সম্পত্তি অপরের নিকট চলে যাবে। এ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ ـ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ـ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا*

অর্থঃ- আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের (মীরাস ও মোহর) সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং সে আয়াতগুলোও যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়ে থাকে– যা ঐ ইয়াতীম নারীদের সম্বন্ধে (নাযিল হয়েছে)– যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ব প্রদান কর না, এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর। এবং দুর্বল শিশুদের বিধান এই যে, ইয়াতীমদের (যাবতীয়) কার্য ন্যায়ের সঙ্গে সম্পাদন কর। আর তোমরা যে নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব জানেন।

(সূরাঃ নিসা-১২৭)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়, মা আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেতো এবং তারা সুন্দরী না হতো তখন তারা তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকতো। আর তাদের মাল-ধন বেশী থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতো। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকতো না বলে ঐ অবস্থাতেও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, ইয়াতীম বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যানা প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই।

উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ ইয়াতীম বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্যে বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয় তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

এ সূরার প্রথমকার এ বিষয়ের আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কখনও এমনও হয় যে, এই ইয়াতীম বালিকার সেই অভিভাবক যার সাথে তার বিবাহ বৈধ, সে যে কোন কারণেই হোক তাকে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু সে ভয় করে যে, যদি অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়ে দেয়া হয়, তবে তার যে মালে তার অংশ রয়েছে তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে; এ জন্যে সে মেয়েটিকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা দেয়। এ আয়াতে এ জঘন্য কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ

(১) শানে নুযূলঃ- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুসলমান সাহাবীগণ তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে লেন-দেন করার অনুমতি দেয়া হয়।

(ইবনু কাসীর)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ـ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ـ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ـ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ*

অর্থঃ- তাদেরকে সৎপথে (ইসলামে) আনয়ন করা আপনার দায়িত্বে নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর। আর তোমরা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছো, এ সম্পদের (সওয়াব) তোমরা পুরাপুরি পাবে এবং এতে তোমাদের জন্য কিছু মাত্র কম করা হবে না। (সূরাঃ বাক্বারা-২৭২)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, হাসান বাসরী (রাঃ) বলেনঃ মুসলমানের প্রত্যেক খরচ আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে। আতা খোরাসানী (রঃ)-এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে তখন দান গ্রহীতা যে কেউ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। মোট কথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে দানকারীর প্রতিদান যে আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এখন সে দান কোন সৎলোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই থাক এতে কিছু আসে যায় না। সে তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে শুনে ও বিচার বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তবে তার দানের পুণ্য নষ্ট হবে না। এ জন্যে আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

---

(২) শানে নুযূলঃ কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মীয় এবং ইয়াহুদ নাসারারা অনাত্মীয় ছিল। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাত্মীয় ইয়াহুদ, নাসারাদের ঈমান আনতে দেখলেন, তখন স্বগোত্রীয়দের অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের জন্য মনে খুবই দুঃখ পেলেন। বিশেষতঃ আবূ তালিবও তা কার্যকরী না করায় তিনি আরো দুঃখ পেলেন। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তাকে এ বিষয়ে সান্ত্বনা

প্রদান করছেন।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *

অর্থঃ- আপনি যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত করেন। এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে তিনিই অধিক জ্ঞাত। (সূরাঃ ক্বাসাস-৫৬)

ব্যাখ্যাঃ- 'হিদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল তা বলাই বাহুল্য। কেননা এ হিদায়াতই ছিল তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুওয়াত ও রিসালতের কর্তব্য পালন করবে কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াতের উপরে ক্ষমতাশীল নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হিদায়াত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দেবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন।

---

(৩) শানে নুযূলঃ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কতিপয় নেতাকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ নামক জনৈক অন্ধ এসে কিছু প্রশ্ন করলেন। কথার মধ্যস্থলে বাধা পড়ায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু বিরক্ত হলেন এবং

সে দিকে তাকালেন না, উত্তরও দিলেন না। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে সূরা "'আবাসা" টি নাযিল হয়।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى - اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ٭ وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى - كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - .... اِلٰى اٰخِر

অর্থঃ- *রসূল মুখ ভার করলেন এবং মনঃসংযোগ করলেন না। এ কারণে যে, তাঁর নিকট এক অন্ধ এসেছে। আপনি কি জানেন, হয়ত সে (উপদেশে) সংশোধিত হত। অথবা নসীহত গ্রহণ করত। অনন্তর নসীহত তাকে সুফল প্রদান করত; আর যে বে-পরোয়া ভাব দেখায়, বস্তুতঃ আপনি তার ভাবনায় পড়েছেন; অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার উপর কোন দোষারোপ নেই। আর যে আপনার নিকট দৌড়িয়ে আসে এবং সে (আল্লাহকে) ভয়ও করে, আপনি তার প্রতি উপেক্ষা করেন। কখনো এরূপ করবেন না, কুরআন উপদেশের বস্তু, সুতরাং যার ইচ্ছা, সে তা গ্রহণ করুক।* ---- (শেষ পর্যন্ত) (সূরাঃ আবাসা-১-১২)

ব্যাখ্যাঃ- অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রাঃ)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (রহঃ) রিওয়ায়াত করেন যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সাথে আলোচনায় রত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন। (মাযহারী)

ইবনু কাসীরের এক রিওয়ায়াতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনু রবীয়া, আবূ জাহাল, ইবনু হিশাম এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনু-উম্মি মাকতূম (রাঃ)-এর এভাবে কথা বলা এবং তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না।

যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কুরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সবচেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব

(১) শানে নুযূলঃ- কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা বুঝতে পেরেছি দারিদ্র এবং অভাবই তোমাকে এ কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করছে, যা তুমি করছো। যদি তুমি এ নতুন ধর্ম প্রচার হতে বিরত থাক, তবে তোমাকে সর্বাধিক ধনী করে দেয়া হবে। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ - قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ*

অর্থঃ- *আপনি বলে দিন, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বূদ সাব্যস্ত করব ? তিনি আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি (সকলকে) আহার দান করেন আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না। আপনি বলে দিন আমাকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং (আরো বলা হয়েছে,) আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।* (সূরাঃ আনআম-১৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই।

(২) শানে নুযূলঃ- একদিন আবূ জাহাল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে বলল, যদি টাকা-পয়সার লোভে কিংবা সর্দারী লাভের লালসায় এ নতুন ধর্ম আবিষ্কার করে থাক, তবে আমরা চাঁদা তুলে টাকা যোগাচ্ছি এবং তোমাকে কাওমের সর্দারী প্রদান করছি। আর যদি তোমার মস্তিষ্কে কোন দোষ ঘটে থাকে, বল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেই। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কোনটিই নয়; বরং আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তাঁরই আদেশ প্রচার করছি। তখন কাফিররা যে দাবী পেশ করেছিল, এরই বর্ণনা হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ .... رَسُوْلًا*

অর্থঃ- *আর তারা বলে আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য যমীন হতে কোন ঝরণা প্রবাহিত করে দেন। অথবা আপনার নিজের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হয়, অতঃপর সে বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বহু সংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন। অথবা আকাশের খণ্ড সমূহ আমাদের উপর পতিত করেন যেরূপ আপনি বলে থাকেন। অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফিরিশ্‌তাকে আনয়ন করে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন, কিংবা আপনার নির্মিত কোন স্বর্ণ-নির্মিত ঘর হয়, অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করেন; আর আমরা তো আপনার আকাশে আরোহণের কথা কখনো বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের নিকট একটি লিখিত নির্দেশ আনেন, যা আমরা পড়েও নিতে পারি। আপনি বলে দিন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ-রসূল ব্যতীত আর কিছুই নই।*

(সূরাঃ বনী ইসরাঈল-৯০-৯৩)

ব্যাখ্যাঃ- কিছু লোক সূর্যাস্তের পর কা'বা ঘরের পিছনে একত্রিত হয়

এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ "কাউকে পাঠিয়ে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে একটা ফায়সালা করে নেয়া যাক, যাতে কোন ওযর বাকী না থাকে।" সুতরাং দূত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিলোঃ "আপনার কওমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিতি কামনা করেছেন।" দূতের একথা শুনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছেন, তারা হয়তো সত্য পথে চলে আসবে। তাই, তিনি কাল বিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করলেন। তাঁকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠলো "দেখো আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পূরো করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এজন্যই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর কসম! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো, এত বড় বিপদ কেউ কখনো তার কওমের উপর চাপায়নি। তুমি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দিচ্ছ, আমাদের দ্বীনকে মন্দ বলছো, আমাদের বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছো, আমাদের মা'বূদ আর উপাস্যদেরকে খারাপ বলছো এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে গৃহবিবাদের সূত্রপাত করছো। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনি। এখন পরিস্কারভাবে শুনে নাও এবং বুঝে সুঝে জবাব দাও। এসব করার পেছনে মাল জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা এজন্যে প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন মালদার বানিয়ে দেবো যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেউ থাকবে না। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে এজন্যেও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করবো এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নেবো। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তবে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি আসলে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে বা তোমাকে জ্বিনে ধরে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না হয়

আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।" তাদের এসব কথা শুনে নবীদের নেতা, পাপীদের শাফাআ'তকারী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "জেনে রেখো, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাই না। বরং আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি। তোমরা যদি এটা কবূল করে নাও তবে উভয় জগতেই সুখের অধিকারী হবে। আর যদি না মানো, তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফায়সালা করবেন।" (ইবনু কাসীর)

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাত-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য সংস্কারকদের জন্যে চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রসূলই সমগ্র ক্ষমতার মালিক এবং তার পক্ষে সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর

রিসালাত সপ্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল আল্লাহর ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাঁকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফিরিশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফিরিশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝতো যে, সে ফিরিশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফিরিশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন–যাতে সাধারণ মানব ও ফিরিশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওয়াহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিশতার কাছ থেকে ওয়াহী বুঝে নিয়ে স্বজাতির মানবের কাছে পৌছাতে পারেন।

ইসলামের পূর্বযুগের নিয়মনীতি

(১) শানে নুযূলঃ- প্রাগ-ইসলামিক যুগে নিয়ম ছিল, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে গৃহে আবদ্ধ রেখে তার ওয়ারিসী হক ভোগ ও আত্মসাৎ করত। ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা ভাইয়ের স্ত্রীকে নানা উপায়ে কষ্ট দিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করত। ইসলাম আগমনের পরও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইতোমধ্যে জনৈক আনসারের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা স্ত্রীর সংগে ছেলেরা তদ্রুপ ব্যবহার আরম্ভ করল। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে এসে নালিশ করলে তিনি বললেন ধৈর্য ধর এবং এ সম্বন্ধে ওয়াহী আসার অপেক্ষা কর। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا*

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে যাও। আর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে এজন্য আবদ্ধ করো না যে, যা কিছু তুমি তাদেরকে দিয়েছ তন্মধ্য হতে কিছু অংশ আদায় করে নেবে, কিন্তু তারা কোন প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করলে (আবদ্ধ রাখা যেতে পারে)। আর তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। আর যদি তারা তোমাদের মনঃপূত না হয়, তবে (এ ভেবে ধৈর্য ধর যে,) তোমরা কোন এক বস্তুকে অপছন্দ কর, অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে*

(পার্থিব বা পরলৌকিক) কোন বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

(সূরাঃ নিসা-১৯)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ্ বুখারীর মধ্যে রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো, আবার ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করতেই দিতো না। ঐ স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশী হকদার মনে করা হতো। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মোহরের দাবী প্রতিত্যাগ করে কিংবা সে যেন আর বিয়েই না করে। এও বর্ণিত আছে যে, কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ স্ত্রীর উপর একখানা কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ স্ত্রীলোকটির দাবীদার মনে করা হতো। এটাও বর্ণিত আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিতো এবং বিশ্রী হলে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিতো। অতঃপর সে তার উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করতো। অতঃপর ঐ স্ত্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো, নচেৎ সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো।

যায়িদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল এই যে, কোন লোক মারা গেলে যে ব্যক্তি তার মালের উত্তরাধিকারী হতো সে তার স্ত্রীরও উত্তরাধিকারী হতো। তারা স্ত্রীলোকদের সাথে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করতো। এমনকি তালাক প্রদানের সময়েও তাদের সাথে শর্ত করতো যে, তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের বিয়ে দেবে। এ প্রকারের বন্দীদশা হতে মুক্ত হবার এ পন্থা বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

মুসলমান মহিলাদের সম্বোধনে যা নাযিল হয়েছে

(১) শানে নুযূলঃ- উম্মি সালমা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মুহাজির পুরুষদের সম্বন্ধে আল্লাহ অনেক স্থানেই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মুহাজির নারীদের ব্যাপারে কিছু বলেননি, আমরা কি হিজরতের সওয়াব পাব না? তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّىْ لَاأُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ـ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ـ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ـ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ ـ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ *

অর্থঃ- *অনন্তর তাদের প্রভু মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা এ জন্য যে, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোন আমলকারীর আমলকে বিফল করি না। সে পুরুষই হোক বা নারী। নিজেদের মধ্যে তোমরা একই। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের বাড়ী হতে তাড়িত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, জিহাদ করেছে ও শহীদ হয়েছে, নিশ্চয়, তাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে (বেহেশ্‌তে) প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। এর বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ হতে; আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।*

(সূরাঃ আল ইমরান-১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন-'আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করি না। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক। পুণ্য ও কার্যের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাচ্ছে বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে "তারা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এবং তোমাদেরকেও এ কারণেই দেশ হতে বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছো।"

---

(২) শানে নুযূলঃ মুনাফিকদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো মুসলমানদের কৃতদাসদের পথে-ঘাটে বিরক্ত করত এবং মুসলিম মহিলাদেরকেও দাসী মনে করে বিরক্ত করত। এতে মুসলমানদের বিশেষতঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে কষ্ট হত। তাই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মুসলিম মহিলাগণকে পর্দাবৃত অবস্থায় চলাফেরা করার নির্দেশ দেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থঃ- *হে নবী! আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মু'মিন নারীদেরকেও বলে দিন যে, তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর (মাথা হতে) নিম্ন দিকে একটু ঝুলিয়ে নেয়। এতে শীঘ্রই তারা পরিচিত হবে, ফলতঃ তারা নির্যাতিত হবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।* (সূরাঃ অহ্‌যাব-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ- কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায়, আর কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন থাকে। (মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পীড়া দেয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পেতেন।

জিহাদ প্রসঙ্গ

(১) শানে নুযূলঃ- বদরের যুদ্ধে জয় লাভের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাইনুকার বাজারে ইয়াহুদীদেরকে একত্রিত করে বললেন যে, "কুরাইশদের ন্যায় তোমাদের অবস্থা হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর"। ইয়াহুদীরা বলল, কুরাইশরা ছিল যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, তাদেরকে পরাস্ত করেছ বলে তুমি প্রতারিত হইওনা, আল্লাহর শপথ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে বুঝতে পারবে যুদ্ধ কাকে বলে। আমাদের ন্যায় যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ যাবৎ তোমার মুকাবিলাই হয়নি। এর উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ - وَبِئْسَ الْمِهَادُ *

অর্থঃ- *আপনি এ কাফিরদেরকে বলে দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা নিকৃষ্টতম বাসস্থান।* (সূরাঃ আল-ইমরান-১২)

ব্যাখ্যাঃ- দু'টো দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর এমন প্রভাব পড়ে (মুসলমানদের), এবং মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলমানরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা বহু কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুশরিকরা উমাইর ইবনু সাদকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেছিল। সে এসে সংবাদ দেয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কিছু কম বেশী তিনশ জন। আসলেও তাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ এবং আর কয়েকজন বেশী। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর

বিশিষ্ট ও নির্বাচিত এক হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন। একটি অর্থ তো এই। দ্বিতীয় ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফিরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল, এটা মুসলমানরা জানতো এবং প্রত্যক্ষও করছিল। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতঃ কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। (ইবনু কাসীর)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার মুশরিক ও ইয়াহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইয়াহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাত শত উষ্ট্র ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উষ্ট্র, দু'টি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওয়াদা (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)- এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা

ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল।

মোট কথা, মক্কার প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। (ফাওয়ায়িদে আল্লামা ওসমানী)

---

(২) শানে নুযূলঃ- উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হলে প্রথম আক্রমণেই কাফিরদের পরাজয় ঘটল। মুসলমানরা পলায়নরত কাফিরদের আসবাবপত্র লুণ্ঠন করতে লাগল। গিরিপথ রক্ষী সৈন্যগণও ইবনু যুবাইরের নির্দেশ অমান্য করে লুণ্ঠন করতে লাগল। এদিকে গিরিপথ খালি পেয়ে কাফিররা পেছন দিক হতে প্রবল বেগে আক্রমণ করে বসল। ফলে ইবনু যুবাইর (রাঃ) হামযাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দন্ত ও চেহারা মুবারক জখম হয়। অতঃপর প্রধান প্রধান সাহাবীগণ মুসলিম সৈন্যদেরকে ত্বরিৎ একত্রিত করে বল- বিক্রমে কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা ও সাহাবীগণের লাশ দেখে অতিশয় মর্মাহত হয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বদদু'আ করতে উদ্যত হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ *

অর্থঃ- *আপনার কোন অধিকার নেই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাদের তওবা কবুল করবেন বা তাদেরকে কোন শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা তারা ভীষণ অত্যাচারী।* (সূরাঃ আল-ইমরান-১২৮)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। "যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফিরের জন্যে বদদু'আও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- পূর্ববর্তী বছর বদর যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী শহীদ হন। তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কতিপয় সাহাবী সুযোগ আসলে শাহাদাত বরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু উহুদের যুদ্ধ সমাগত হলে তাদের মধ্যে অনেকেরই পদস্খলন হল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ *

অর্থঃ- *আর তোমরা মৃত্যু কামনা করছিলে-মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্ব হতে। সুতরাং তোমরা এক্ষণে তা দেখলে- যার জন্য অপেক্ষা করছিলে।* (সূরাঃ আল-ইমরান-১৪৩)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ

রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

*

(৪) শানে নুযূলঃ- উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়ে এক গর্তে পতিত হলেন। তখন শত্রু পক্ষ হতে সংবাদ রটল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে অধিকাংশ সাহাবী ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়লেন এবং কেউ কেউ পশ্চাদপসরণে উদ্যত হলেন। অতঃপর তাদের তিরস্কার করা হলে তারা ওযরখাহী পেশ করল যে, "আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিহত হবার সংবাদ শ্রবণ করে ভীত হয়ে পলায়ণ করছিলাম"। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ـ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ*

অর্থঃ- *আর মুহাম্মদ তো শুধু রসূলই। তার পূর্বে আরো অনেক রসূল অতীত হয়েছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন কিংবা তিনি শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি উল্টে ফিরে যায়, তবে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারেনা। এবং আল্লাহ সত্ত্বরই কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন।* (সূরাঃ আল -ইমরান ১৪৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা-যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন। এবং পরে সত্যসত্যই যখন তাঁর ওফাৎ হবে, তখন আশেকানে-রসূল যেন সম্বিৎ হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তিলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন।

*

(৫) শানে নুযূলঃ- উহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে পথে কাফিরদের আক্ষেপ হল, মুসলমানদেরকে পরাজিত করে সমূলে বিনাশ করলাম না, আবার চল শেষ করে আসি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করেছিলেন, অতএব, তারা মক্কা অভিমুখে ফিরে গেল। পথিমধ্যে কোন যাত্রীকে বলে দিল। তোমরা মদীনায় গিয়ে কোন উপায়ে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয়ের সঞ্চার করিও। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী মারফত এটা জানতে পেরে সাহাবাগণ সহ কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। এসময় সাহাবাগণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ـ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ *

অর্থঃ- যারা আঘাত প্রাপ্ত হবার পরও আল্লাহ এবং রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তন্মধ্যে যারা নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।
(সূরাঃ আল-ইমরান -১৭২)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সাহাবীগণ প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গতকালের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেলা করছিলেন। এরাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবনু মাসউদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আমরা তা জানিনা অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

*

(৬) শানে নুযূলঃ- আবূ সুফইয়ান খবর পাঠাল, কুরাইশগণ আবার মদীনা আক্রমণ করবে। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবাগণ বলে উঠলেন, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্য নির্বাহক "। আমরা কোন ভয় করিনা। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয় নিম্নোক্ত আয়াত টি।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ*

অর্থঃ- তারা এমন লোক যে, (কোন কোন) মানুষ তাদের কে বলল, নিশ্চয় তারা (কাফিররা) তোমাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধের) জন্য আয়োজন করেছে, সুতরাং তোমাদের তাদেরকে ভয় করা উচিত। পরন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরো বর্ধিত করেছিল, আর তারা বলল যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য উত্তম
(সূরা ঃ আল -ইমরান-১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ- মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ গোত্রের মা'বাদ ইবনু খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

*

(৭) শানে নুযূলঃ- মক্কার কতিপয় মুসলমান স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করত এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করত, নিহতও হত। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا

فِيْمَ كُنْتُمْ - قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ - قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا - فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَسَآءَتْ مَصِيْرًا *

অর্থঃ- *নিশ্চয় যখন ফিরিশ্‌তাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবয করেন-যারা (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে) নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল -তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা (ধর্মের কোন্) কোন কর্মে ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে বড়ই অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্‌তাগণ বলবেন, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া; অতএব, তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম ; আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।*

(সূরাঃ নিসা- ৯৭)

ব্যাখ্যাঃ- যাহ্‌হাক (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা রসূলুল্লাহ (রঃ)-এর হিজরতের পরেও মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের কয়েকজন যুদ্ধক্ষেত্রে মারাও যায়। ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যেই এ হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে মিশে থাকে এবং দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে না। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যাচারী। এ আয়াতের ভাব হিসেবে এবং মুসলমানদের ইজমা হিসেবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিশতাগণ জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমরা এখানে পড়ে রয়েছো কেন? কেন তোমরা হিজরত করনি?' তারা উত্তর দেয়, "আমারা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।" তাদের এ কথার উত্তরে ফিরিশতাগণ বলেন-'আল্লাহ তা'আলার পৃথবী কি প্রশস্ত ছিল না? (ইবনু কাসীর)

আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। (রূহুল মা'আনী)

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে মুহাজিরদের জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هاجروا في الله অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের জন্যেই হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

---

(৮) শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয় ঘটলে মুনাফিকরা ভাবল ইয়াহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা দরকার। প্রয়োজন ক্ষেত্রে আশ্রয় মিলবে। অতঃপর ইয়াহুদীরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইবনু উবাই তৎক্ষণাৎ তাদের পক্ষ অবলম্বন করল এবং বলল, আমি ভয় করি, অভাব অনটনের সময় তাদের ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ -

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু; আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সংগে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সে সব লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে।*

(সূরাঃ মায়িদা-৫১)

ব্যাখ্যাঃ- উপরিউক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না রাখে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তফসীরবিদ ইবনু জারীর ইকরামা (রাঃ)- এর বাচনিক বর্ণনা করেনঃ এ আয়াতটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ রাখে, কিন্তু ইয়াহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না। তারা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরাইযার এসব ইয়াহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে বিপদাশঙ্কা করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইয়াহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনু সলুল একারণেই বলল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না।

---

(৯) শানে নুযূলঃ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাফিররা একসঙ্গে আক্রমণ করল, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-এর নির্দেশে এক মুষ্টি বালু কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। কাফিরদের চোখে মুখে ঐ বালু পড়তেই তারা বেসামাল হয়ে পড়ল, যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ ব্যক্তি নিহত ও ৭০ ব্যক্তি বন্দী হল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা

পরস্পর মৃত ও মৃতের হত্যা সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

অর্থঃ- বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে নিহত করনি, পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিহত করেছেন, আর আপনি (তাদের প্রতি) মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি, পরন্তু আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন, আল্লাহ এভাবে মুসলমানদেরকে নিজের তরফ থেকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরাঃ আনফাল-১৭)

ব্যাখ্যাঃ- ১৭নং আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর; যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনু জারীর ও বাইহাকী (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ আবদুল্লাহ ইবনু-আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেন, "ইয়া আল্লাহ্ আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এ কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি

বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র পূরণ করুন।" (রূহুল-বয়ান)

তখন জিবরাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু-হাতিম ইবনু-যায়িদের রিওয়ায়াতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্টি কাঁকরকে আল্লাহ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এ সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে। ফিরিশতাগণ পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। (মাযহারী,রূহুল-বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকী সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে। অতঃপর তাঁরা এ মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে-কিরাম একে অপরের কাছে নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় উপরোক্ত আয়াত। এতে তাঁদেরকে হিদায়াত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য

করে ইরশাদ হয়েছে "আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।" সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হিদায়াতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

---

(১০) শানে নুযূলঃ বনূ কুরাইয়া গোত্রের ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করবেনা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহ্যাবের যুদ্ধে বিপক্ষীয় মুশরিকদেরকে সাহায্য করে; ইতঃপূর্বেও তারা কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বনূ কুরাইযার সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ

وَّهُمْ لَايَتَّقُوْنَ - فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ

خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ *

অর্থঃ- যাদের অবস্থা এরূপ যে, আপনি তাদের কাছ থেকে (কয়েকবার) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, অনন্তর তারা প্রত্যেক বারই নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আর তারা ভয় করে না। সুতরাং আপনি যদি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন, তবে তাদের (উপর আক্রমণ করতঃ সে আক্রমণ দ্বারা) তাদের (এমন শাস্তি দিন, যাতে তাদের শাস্তি দেখে) অন্যান্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আর তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।

(সূরাঃ আনফাল- ৫৬-৫৭)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে সে যালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবীদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইয়াহুদী। মক্কার মুশরিকদের মাঝে আবূ-জাহাল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনু আশরাফ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামী জাতীয়তা ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি

পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ঃ হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরিকীন, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং (২) মদীনার ইয়াহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী। এদের মধ্য থেকে ইয়াহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইয়াহুদী এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনুকাসীর 'আল্‌বিদায়াহ্ ওয়ান্নিহায়াত্' গ্রন্থে এবং সীরাতি ইবনুহিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপনে সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফিরদের অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে- যা তাঁর অভ্যাস ছিল- আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনু আশরাফ মক্কায় গিয়ে মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইয়াহুদীরা

তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারে চুক্তি লঙ্গন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্গনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে "এরা ভয় করে না।" এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগারা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উম্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখিরাতের 'আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দরুণ সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করছে। আবূ জাহালের মত লোক নিহত হয়েছে, কাআব ইবনু আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইয়াহুদীদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

---

(১১) শানে নুযূলঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গণীমতের মাল বণ্টন করার সময় আবুল হাওয়ার মুনাফিক বলল, "তোমাদের নবীর প্রতি লক্ষ্য কর, সে তোমাদের প্রাপ্য বকরীর রাখালদের মধ্যে বণ্টন করছে এবং মনে করছে যে, খুব ন্যায় কাজই করছে।" এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ـ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا
رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ *

অর্থঃ- আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সদ্কার (বন্টন) ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারূপ করে, অতঃপর যদি তারা সে সব সদ্কা হতে (অংশ) না পায়, তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(সূরাঃ তাওবা-৫৮)

ব্যাখ্যাঃ- ইরশাদ হচ্ছে-তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট* থাকতো এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতো-"আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদেরকে আরো দান করবেন। আমাদের আশা-আকাঙ্খা আমাদের প্রতিপালকের সত্তার সাথেই জড়িত।" তাহলে এটা তাদের পক্ষে খুবই উত্তম হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্‌র করা উচিত। সকল কাজে তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে এবং তাঁকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। আগ্রহ, মনোযোগ, লোভ, আশা ইত্যাদির সম্পর্ক তাঁর সাথেই রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে এই তাওফীক চাইতে হবে যে, তিনি যেন তাঁর হুকূম পালনের, নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের, ভাল কথা মেনে নেয়ার এবং সঠিক আনুগত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (ইবনু কাসীর)

---

(১২) শানে নুযূলঃ- যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ লোকদের নিন্দা ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে আয়াতসমূহ নাযিল হলে, ঈমানদারগণ সংকল্প করল যে, ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধে সকলেই অংশ গ্রহণ করবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ـ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ ـ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ *

অর্থঃ- আর মুসলমানদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্যে) সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং স্বজাতিকে ভয় প্রদর্শন করে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা (নাফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে।

(সূরাঃ তাওবা- ১২২)

ব্যাখ্যাঃ- যাঁরা ইতঃপূর্বে বাই'আতে আ'কাবা ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন; কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুণ এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে। আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা– যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন– যে অপরাধের সাজা স্বরূপ তাদের

সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়।

---

(১৩) শানে নুযূলঃ- আযরু'আত এবং বসরার মধ্যবর্তী স্থানে রোমান ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়। এতে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, তোমরা এবং রোমানরা কিতাবী সম্প্রদায়, আর আমরা ও পারসিকগণ অকিতাবধারী। অতএব, পারসিকদের জয়লাভ এ শুভ ইঙ্গিত করছে যে, অচিরেই আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করব। এ উপলক্ষেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

الٓمّٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِىٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ - فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ - الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ
بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ - يَنْصُرُ مَنْ
يَّشَآءُ - وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ - لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

অর্থঃ- *আলিফ,লাম, মীম। রোমানগণ পরাজিত হয়েছে, এক নিকট স্থানে এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর (পারসিকদের বিরুদ্ধে) শীঘ্রই জয়লাভ করবে, তিন হতে নয় বৎসরের মধ্যে; ইহার পূর্বেও ইখতিয়ার আল্লাহরই ছিল এবং পরেও; আর ঐ দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর এ সাহায্যের দরুণ; তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার, আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই অবগত নয়।*

(সূরাঃ রূম- ১-৬)

ব্যাখ্যাঃ- রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফিয ইবনুহাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শির্ক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমানরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনষ্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (কুরতুবী)

এ ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়। (ইবনুজরীর, ইবনু আবী হাতিম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের

মধ্যে রোমকরা পারসকিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনু খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবূ বকর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনে এর জন্যে بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রিওয়ায়াত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। আবূ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল। (ইবনু জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনু খালফ বেঁচে ছিল না। আবূ বকর (রাঃ) তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, আবূ বকরও হিজরত করে যাবেন। তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন– নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। আবূ বকর (রাঃ) তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন আবূ বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ

করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও।

---

(১৪) শানে নুযূলঃ- বনূ নাযীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ কালে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য তাদের বাগানগুলো নষ্ট করার অনুমতি থাকলেও কোন কোন মুসলমান এ মনে করে বাগান নষ্ট করেনি যে, এটা মুসলমানদেরই হবে। আর কেউ কেউ ইয়াহুদীদের মনে কষ্ট দেবার জন্য কেটেছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, উভয় দলের কার্যই ঠিক ছিল।

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ ٭

অর্থঃ- *যে সব খেজুর বৃক্ষ তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যেগুলো তাদের মূলসমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহরই নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে, (যেন মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন) আর যেন কাফিরদেরকে অপদস্থ করেন।* (সূরাঃ হাশর–৫)

ব্যাখ্যাঃ- বনূ-নুযাইরের খেজুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খেজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় আমাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তাঁরা অন্যায়

করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

কাফিরদের যুদ্ধের প্রস্তুতি

(১) শানে নুযূলঃ বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে আবূ জাহাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কাবা ঘরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! সত্যকে জয়ী এবং অসত্যকে পরাজিত করিও। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ - وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ - وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ *

অর্থঃ- *(হে কাফিরগণ!) যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে সে মীমাংসা তো তোমাদের সম্মুখে এসে গেছে, আর যদি বিরত থাক, তবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আর যদি তোমরা পুনরায় নাফরমানীর কাজই কর, তবে আমিও আবার তোমাদের সাজা দিব। আর তোমাদের দলবল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না, যদিও সংখ্যায় অধিক হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।* (সূরাঃ আনফাল- ১৯)

ব্যাখ্যাঃ- কুরাইশ কাফিরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবূ জাহাল প্রমুখ বাইতুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দু'আ করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দু'আর পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দু'আ করেছিল ঃ

ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি

বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।' (মাযহারী)

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তারাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হিদায়াতের উপর রয়েছে, কাজেই এ দু'আটি তাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দু'আর মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন তারা বিজয় অর্জন করবে, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দু'আর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদু'আ ও মুসলমানদের জন্য নেক দু'আ করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কুরআনুল করীম তাদের বাতলে দিল। "তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে।" অর্থাৎ সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের দুষ্টুমী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ, তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মুকাবিলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। অর্থাৎ, وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ্ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কি-ই বা কাজে লাগতে পারে?

---

(২) শানে নুযূলঃ- বদরের যুদ্ধে যোগদানের জন্য কাফিররা মক্কা হতে বের হলে ১২ জন নেতৃস্থানীয় কাফির সৈন্য দলের খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ *

অর্থঃ- *নিশ্চয়ই কাফিররা নিজেদের ধন-সম্পদ সমূহ এজন্য ব্যয় করছে যেন আল্লাহর পথ হতে (লোকদেরকে) প্রতিরোধ করে। অতএব, তারা তো নিজেদের মাল ব্যয় করতেই থাকবে। (কিন্তু) পরিমাণে সে মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে; অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে। আর কাফিরদেরকে দোযখের দিকে সমবেত করা হবে।*

(সূরাঃ আনফাল- ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ- যারা কাফির তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ গযওয়ায়ে-উহুদে ঠিক তাই ঘটেছে ; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হবার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে। বগভী প্রমুখ কোন কোন তাফসীরবীদগণ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার যোয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার ১২ জন সরদার নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ জাহাল, ওতবা, শাইবা প্রমুখ। বলা বাহুল্য এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানাপিনা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস করতে হয়েছিল। (মাযহারী)

কাফিরদের ভ্রান্ত ধারণা

(১) শানে নুযূলঃ- বিলাল ও আম্মার (রাঃ) প্রমুখ গরীব মুসলমানদেরকে দেখে কাফির প্রধানরা বিদ্রূপ করে বলত, মুহাম্মদ বলে থাকে যে, " আমি এসব দরিদ্র লোকের সহযোগিতায় আমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করছি ও কাফির প্রধানদের দর্প চূর্ণ করছি।" তাঁর ধর্ম সত্য হলে তিনি অবশ্যই আরব প্রধানদের সহযোগিতা পেতেন। একথার উত্তরে আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করেন।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

অর্থঃ- *পার্থিব জীবন কাফিরদের নিকট সুসজ্জিত মনে হয়। এবং (একারণেই) তারা এ সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে বিদ্রূপ করে। অথচ (মুসলমানগণ) যারা (কুফর ও শির্ক হতে) বেঁচে থাকে, ঐ সমস্ত কাফির হতে উচ্চস্তরে থাকবে ক্বিয়ামতের দিন। আর রিয্ক তো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বে- হিসাব দিয়ে থাকেন।* (সূরাঃ বাক্বারা-২১২)

ব্যাখ্যাঃ- দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, - যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্যে

উপহাস করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।

(যিকরুল হাদীস, কুরতুবী)

---

(২) শানে নুযূলঃ- কাফিররা বলত আমরা এখানে সুখ ও শান্তিতে আছি, এতে বুঝা যায়, আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নন। অতএব, পরকাল বলে কিছু থাকলে, সেখানেও আমরা সুখেই থাকব। তখন তাদের প্রতি উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ *

অর্থঃ- *তারা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য মঙ্গল জনক। আমি তাদেরকে এ জন্যই অবকাশ দিচ্ছি যেন তাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। আর তাদের লাঞ্ছনাময় শাস্তি হবে।*

(সূরাঃ আল- ইমরান- ১৭৮)

ব্যাখ্যাঃ- কাফিরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা ঃ এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদেরকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফিরদের

সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদের পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সে সবই ছিল নরকঙ্গাল। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

"কাফিরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি যা আখিরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।"

---

(৩) শানে নুযূলঃ- কাফিররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্ত মতের দিকে আহবান করত। তারা বলত, আমাদের ধর্ম ও মতবাদ গ্রহণ করলে যদি তোমাদের পাপ হয় বলে মনে কর, তবে আমরা তোমাদের সে পাপের ভার গ্রহণ করতে রাযী আছি। তাদের উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *

অর্থঃ- *আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকে প্রতিপালক রূপে খুঁজতে যাব? অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক; আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে, ততটাই সে পাবে, এবং কেউ অন্য কারো (গোনাহ্‌র) বোঝা বহন করবে না, পরিশেষে তোমাদের সকলকে স্বীয় রবের সমীপে যেতে হবে, তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে বিষয়ে*

তোমরা বিরোধ করছিলে। (সূরাঃ আনআম-১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে মক্কার মুশরিক ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে ঃ "আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা।" আমার কাছ থেকে এরূপ পথ-ভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, আমল নামার হিসাব তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।"

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন-কানূন দুনিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াত দৃষ্টেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া

হবে না। এ হাদীসটি হাকিম আয়িশা (রাঃ) রিওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

---

(৪) শানে নুযূলঃ কাফিররা আযাব সম্পর্কীয় আয়াতগুলির প্রতি অবিশ্বাস জনিত বিদ্রুপের সাথে বলত যে, দুনিয়াতেই যদি আমাদের উপর আযাব আসত, তবেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে পারতাম। যেমন, তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! হিসাব দিবসের পূর্বেই আমাদের আযাবের অংশ আমাদেরকে দিয়ে দিন। এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ـ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ *

অর্থঃ- *আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তবে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত। আমি সে লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হবার চিন্তাই করে না, ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।* (সূরাঃ ইউনুস-১১)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে কাফিরদের একটি ধারণার উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুণ এ মুর্খরা নিজের জন্য যে বদ্দু'আ করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের বদদু'আগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবূল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দু'আগুলো কবূল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দু'আ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবূল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদেরে অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদু'আ করে বসে, অথবা আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুণ আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদু'আ করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

*

(৫) শানে নুযূলঃ- মক্কার অধিবাসী কাফিরদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ফিরিশ্তাগণ আমাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে যদি বলে যে, এ ব্যক্তি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত নবী, তবেই আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করব। তাদের এ উক্তির উত্তরে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ - لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ *

অর্থঃ- *আর যদি আমি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই, অতঃপর তারা দিনের বেলায় সেটা দিয়ে (আকাশে) আরোহণ করে, তবুও তারা এরূপ বলবে যে, আমাদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল, বরং আমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে যাদু করে রাখা হয়েছে।*

(সূরাঃ হিজর- ১৪-১৫)

ব্যাখ্যাঃ- আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোনও দরজা খুলে দেই আর তারা যদি সারা দিন তাতে চরতেও থাকে। তবুও তারা বলবেঃ আমাদের চোখগুলো বাঁধিয়ে গেছে আমরা যাদুগ্রস্ত হয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে গিয়ে এ কথা উল্লেখ করেন যে, যদি তাদের জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং সেখানে তাদেরকে চরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করবে না বরং তখনও তারা চিৎকার করে বলবে যে, তাদের নযরবন্ধী করা হয়েছে, চক্ষুগুলি সম্মোহিত করা হয়েছে, যাদু করা হয়েছে, প্রতারিত করা হয়েছে এবং বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

*

(৬) শানে নুযূলঃ- কাফিররা বলতে লাগল, তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে? কিন্তু ব্যাপক ভাবে পুনর্জীবিত করার কোন ব্যবস্থা তো এ যাবতও দেখা গেল না। এ কথার উত্তরেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ - فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا *

অর্থঃ- *তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে, যে আল্লাহ আকাশ সমূহ এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটাও করতে সক্ষম যে, তাদের অনুরূপ*

মানুষ দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন, যাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই; তবুও এ যালিমরা অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না। (সূরাঃ বনী ইসরাঈল-৯৯)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ অস্বীকারকারীদের যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করতো এবং পরিষ্কারভাবে বলতোঃ আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো? এটাতো আমাদের জ্ঞানে ধরে না। তাদের এই প্রশ্নের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করেছেন যে, বিরাট আসমানকে বিনা নমুনাতেই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাঁর প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও প্রশস্ত এবং কঠিন মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি। তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে যাবেন? আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলো সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ হননি, তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হয়ে যাবেন? আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি সক্ষম। তিনি মহা স্রষ্টা, অতিশয় জ্ঞানী। যখন তিনি কোন বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ঐ বস্তুকে বলেনঃ হয়ে যা, ওমনি তা হয়ে যায়। বস্তুর অস্তিত্বের জন্যে তাঁর হুকুমই যথেষ্ট। কিয়ামতের দিন তিনি মানুষকে দ্বিতীয় বার নতুনভাবে সৃষ্টি অবশ্যই করবেন। তিনি তাদেরকে কবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঐ সময় এগুলো সবই হয়ে যাবে। এখানে কিছুটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে শুধু ঐ সময়কে পুর্ণ করা। বড়ই আফসোসের বিষয় এই যে, এতো স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কুফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করে না।

---

(৭) শানে নুযূলঃ কাফির সর্দাররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলত, আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হলে

নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদেরকে দরবার হতে তাড়িয়ে দিবেন। তৎসম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ - لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ -

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا .... مُرْتَفَقًا*

অর্থঃ- *এবং আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওয়াহী যোগে এসেছে, তা পড়ে শোনান; তাঁর বাণী সমূহ কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়ই পাবেন না। আপনি নিজকে তাদের সঙ্গে লিপ্ত রাখুন যারা সকালে ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খিয়াল করে আপনার দৃষ্টি যেন তাদের উপর থেকে সরে না যায়। আর (দরিদ্রদেরকে বিতাড়ন সম্পর্কে) এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ হতে গাফিল করে রেখেছে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে, এবং তার অবস্থা সীমাতিক্রম করে গিয়েছে। আপনি বলে দিন, সত্য (ধর্ম) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং যার মনে চায় ঈমান আনুক, আর যার মনে চায়, কাফির থাকুক। নিশ্চয় আমি এরূপ অনাচারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে নিবে; আর যদি তারা (পিপাসায়) ফরিয়াদ করে, তবে এমন পানি দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা তেলের গাদের ন্যায় (ফুটন্ত) এবং মুখের ভেতরটা সিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় হবে; এবং সে দোযখও কতই না নিকৃষ্ট স্থান হবে।*

(সূরাঃ কাহ্ফ- ২৭-২৯)

ব্যাখ্যাঃ- মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনু হিস্ন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে সালমান (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত

আরও কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বললঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনু মরদুইয়াহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাসের রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনু খালফ জমহী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কুরাইশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়-নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহ্র সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহ্র সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

---

(৮) শানে নুযূলঃ জনৈক সাহাবী আ'স ইবনু ওয়ায়িল নামক কাফিরের নিকট কিছু পাওনা ছিলেন। তার জন্য তাগাদা করলে সে বলল, তুমি মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাস না করলে তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। সাহাবী বললেন, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রতি অবিশ্বাস করব না। সে কাফির বলল, আচ্ছা তুমি যখন বলছ আমি মরার পর আবার জীবিত হব, তখন তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান সবকিছুই থাকবে। তখনই তোমার ঋণ পরিশোধ করব। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا *

অর্থঃ- *আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন- যে ব্যক্তি আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে ধন- সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি প্রদান করা হবে।* (সূরাঃ মারইয়াম-৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- কুরআনুল কারীম এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছেঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? ونرثه ما يقول অর্থাৎ, সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ, এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে।

وَيَأْتِينَا فَرْدًا কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্তুতি এবং না থাকবে ধন-দৌলত।

---

(৯) শানে নুযূলঃ- মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের প্রচার আরম্ভ করলে কুরাইশরা ইয়াহুদীদের নিকট তার সম্বন্ধে

জিজ্ঞেস করল। ইয়াহুদীরা তাওরাত অনুযায়ী তাঁর আকৃতি বর্ণনা করলে কুরাইশরা বলল, মুহাম্মদ নবী হলে মূসার ন্যায় তাঁরও মুজিযাহ থাকত। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسٰى - أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ - قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا - وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ *

অর্থঃ- *অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সত্য (নবী) পৌঁছল, তখন তারা বলতে লাগল, তিনি সে রূপ কেন প্রাপ্ত হননি? যে রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন মূসা; পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই যাদুকর। তারা আরো বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না।* (সূরাঃ ক্বাসাস- ৪৮)

ব্যাখ্যাঃ- উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, উমর ফারূক (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা (আঃ) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কুরআন

অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হিফাযতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আসমানী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবিগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকা রূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তারা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই।

---

(১০) শানে নুযূলঃ এক ব্যক্তি মুসলমান হলে জনৈক কাফির তাকে তিরস্কার করল। সে বলল, তুমি আমাকে এত টাকা দাও, আমি তোমার আযাব নিজের মাথায় নিব। বহু দর কষা কষির পর সে কিছু দিল এবং বাকী দাবীর জন্য তমসুক (তামাসসুক) লিখে দিল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى - وَأَعْطَى قَلِيلًا وَّأَكْدَى - أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى - أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى - وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى - أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى*

অর্থঃ- *আপনি এমন লোককে দেখেছেন, যে (সত্য পথ হতে) পরঙ্মুখ হল, আর (নিজ স্বার্থে) সামান্য অর্থ দান করল এবং বন্ধ করে দিল? এ ব্যক্তির নিকট কি কোন গাইবী জ্ঞান আছে যে, সে উহা দেখছে (যে, অমুক ব্যক্তি তার পক্ষ হতে আযাব ভোগ করবে)? তার নিকট কি এর কোন সংবাদ পৌঁছেনি, যা মূসার সহীফাগুলোতে রয়েছে এবং ইবরাহীমের (সহীফাগুলোতে) -ও, যিনি নির্দেশাবলী পুরাপুরি পালন করছেন? (সে বিষয়টি) এ যে, কেউ কারো গুনাহ নিজের উপর নিতে পারে না।*

(সূরাঃ নাজ্‌ম- ৩৩-৩৮)

ব্যাখ্যাঃ- শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না।

---

(১১) শানে নুযূলঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ উহার উপর উনিশ জন ফিরিশতা (নিযুক্ত) থাকবে" এ আয়াতটি শ্রবণ করে আবূল আসাদ নামের জনৈক শক্তিশালী কাফির বলে উঠল, হে কুরাইশ জাতি! তোমরা এতে

ভীত হয়ো না। দশজন ফিরিশতাকে আমি ডান বাহু দ্বারা এবং নয় জনকে আমি বাম বাহু দিয়ে হটিয়ে দিব। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়াতটি শ্রবণ করে আবূ জাহ্‌ল বলল, ফিরিশতারা মাত্র উনিশজন, তোমরা সংখ্যায় অনেক রয়েছ। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফিরিশ্‌তাকে হটাতে পারবে না? এ ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً - وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا - لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَّالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا - كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ - وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ - وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ*

অর্থঃ- *আর দোযখের কর্মচারী আমি কেবল ফিরিশ্‌তাদেরকেই নিযুক্ত করেছি। আর আমি তাদের সংখ্যা কেবল এরূপ রেখেছি, যা কাফিরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়। এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা যেন বলে, এ আশ্চর্য উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এরূপে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকেন; আর তোমার প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউ জানে না; ইহা শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।* (সূরাঃ মুদ্দাস্‌সির-৩১)

ব্যাখ্যাঃ- তফসীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ এটা আবু জাহ্‌লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কুরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফিরিশতা, তখন কুরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বললঃ মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেনঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে, জনৈক নগণ্য কুরাইশ কাফির বলে উঠলঃ হে কুরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দিব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয়ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারী জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফিরিশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফিরিশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেনা।

---

(১২) শানে নুযূলঃ- অসুখের দরুণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'তিন রাত্রি ইবাদতের জন্য উঠতে পারেননি। এক কাফির স্ত্রীলোক তাঁকে বলল, আপনার আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে, ঘটনা ক্রমে তখন কিছু দিন ওয়াহী বন্ধ ছিল। কাফিররা বলতে লাগল মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। এ সম্পর্কে সূরা "ওয়াযযুহা" নাযিল হয়।

وَالضُّحٰى - وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى .... فَحَدِّثْ *

অর্থঃ- *শপথ দিনের আলোকের, আর রাত্রির যখন উহা প্রশান্ত হয়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেননি এবং দুশমনীও করেননি; আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহু গুণে শ্রেয়। আর সত্বরই আল্লাহ আপনাকে (এরূপ বস্তু) দান করবেন, অনন্তর আপনি (উহা পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন; আল্লাহ কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আর আল্লাহ আপনাকে (শরীয়ত হতে) বে-খবর পেয়েছিলেন, অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন; আর আল্লাহ আপনাকে সম্বলহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর সম্পদশালী করেছেন; অতএব, আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না; আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না; আর স্বীয় প্রভুর দানসমূহের আলোচনা করতে থাকুন।* (সূরাঃ ওয়াযযুহা-১-১১)

ব্যাখ্যাঃ- কিছু দিন জিবরাইল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে আসলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা "ওয়াযযুহা" অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ) এর রিওয়ায়াতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে, ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রিওয়ায়াতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছেন। ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কুরআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে "ফাতরাতে ওয়াহী" কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয় বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল যখন মুশরিকরা অথবা ইয়াহূদীরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন "ইনশাআল্লাহ" না বলার কারণে ওয়াহী

আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা ওয়াযযুহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের।

---

(১৩) শানে নুযূলঃ- একদিন নযর ইবনু হারিস বলল, আমার কিসের পরোয়া? লাত এবং মানাত দেবতাদ্বয় আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে, তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۔ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۔ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ *

অর্থঃ- *আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ- যেভাবে আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজে-কর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের সে সব দাবী ব্যর্থ হয়ে গেছে।* (সূরাঃ আনআম- ৯৪)

ব্যাখ্যাঃ- তিনি বলবেনঃ "তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তোমাদের সেই সব সুপারিশকারী কোথায়? এখন তারা সুপারিশ করছে না কেন?" এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা, তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা করতো এবং মনে করতো যে, ওগুলো প্রার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্যে উপকারী হবে। কিন্তু

কিয়ামতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ "যেসব মূর্তিকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে সেগুলো আজ কোথায়?" তাদেরকে আরও বলা হবে-"এখন তোমাদের মিথ্যা মা'বূদগুলো কোথায়? তারা কি এখন তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, বা তোমরাই তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে কি?" এজন্যেই তিনি বলেনঃ "আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না- যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।"

---

(১৪) শানে নুযূলঃ কতিপয় নেতৃস্থানীয় কাফির এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে নিবেদন করল, বেলাল, আম্মার এবং সালিম নিম্নস্তরের লোক। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসলে তারা যেন আপনার মজলিসে না থাকে। কেননা, এমন হীন ও নীচ লোকদের সঙ্গে এক মজলিসে বসা আমরা আমাদের মর্যাদাহানী মনে করি। যেহেতু সামাজিক উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অকপট ও খাঁটি নিয়তই অধিক প্রিয় এবং এ দরিদ্র মুসলমানগণ সর্বদা খাঁটি মহব্বতের সঙ্গে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। সুতরাং এ সমস্ত নেতৃস্থানীয় কুরাইশ লোকদের কথাবার্তায় কর্ণপাত না করতে নিষেধ করে আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করেন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ

عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ *

অর্থঃ- *আর তাদেরকে (আপনার মজলিস হতে) বের করবেন না, যারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় রবের ইবাদত করে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের হিসেবের কোন দায়িত্বই আপনার নয় এবং আপনার হিসেবের কোন কিছুই তাদের দায়িত্বে নয় যদ্দরুন তাদেরকে বের করে দিবেন, অন্যথায় আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।* (সূরাঃ আনআম-৫২)

ব্যাখ্যাঃ- প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন অসচ্ছল ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন নূহ (আঃ)-এর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিলঃ "আমরা তো দেখছি যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই আপনার অনুসরণ করছে, কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক তো আপনার অনুসরণ করছে না।" অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ 'কওমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মদ সঃ-এর) অনুসরণ করছে, না দরিদ্র লোকেরা?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ 'বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।' তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলঃ 'এরূপ লোকেরাই রসূলদের অনুসরণ করে থাকে।'

(ইবনু কাসীর)

ইবনু কাসীর ইমাম ইবনু জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শাইবা, ইবনু রবীয়া, মুতঈম ইবনু আদী, হারিস ইবনু নওফাল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবূ তালিবের নিকট এসে বললঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট

লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তো মজলিসে যোগদান করতে পারিনা। আপনি তাকে বলে দিন, যদি আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি। আবূ তালিব মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেনঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধু বর্গই। কুরাইশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। উল্লেখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায় -প্রথমতঃ কারও ছিন্ন বস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ, সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধুলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বসেন, এরূপ হবে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।

---

(১৫) শানে নযূলঃ- মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনার আল্লাহ আপনাকে বাজার দর সম্বন্ধে অবহিত কেন করেন না? যাতে আপনি সস্তার সময় জমা রেখে দুর্মূল্যের সময় লাভবান হতে পারেন। তখন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۔ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۔ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ *

অর্থঃ- *আপনি বলে দিন, আমি তো না আমার নিজের জন্য কোন উপকারের ক্ষমতা রাখি আর না কোন অপকারের, তবে এতটুকুই যতটুকু*

আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর যদি আমি গায়িবের বিষয়সমূহ জানতে পারতাম, তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম এবং কোন ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না; আমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(সূরাঃ আ'রাফ-১৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে তাদের এই শিরকী আকীদার খন্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে –গায়িব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রয়েছে। এটা তারই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফিরিশতাই হোক আর নবী ও রসূলগণই হোক, শিরকী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ -ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও একক ভাবে আল্লাহ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শিরকী। বস্তুতঃ এই শিরকী বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের অকীদাকে খন্ডন করার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটেছে। কুরআন করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, ইলমে গায়িব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারেনা, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অর্থ্যাৎ যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ লোকসান সবই যার অন্তর্ভূক্ত-তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। এ আয়াতে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে: আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ –ক্ষতিরও মালিক নই -অন্যের লাভ –ক্ষতি তো দূরের কথা। এভাবে তিনি যেন একথা ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়িব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়িবী জ্ঞান থাকতই তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি

ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা নিরাপদ থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে -কাছে পর্যন্ত পৌছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ -কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। তেমনি ভাবে ওহূদ যুদ্ধে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

কাফিররা যেভাবে ইবাদত করত

(১) শানে নুযূলঃ- বনী সাক্বীফ এবং কোন মুশরিক সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করত, আর বনী আমের গোত্রের লোকেরা ইহ্‌রাম অবস্থায় ঘৃত ও মাংস আহার করত না এবং একে ইবাদত ও তাযীম বলে মনে করত। মুসলমানগণ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, এ তা'যীম করা আমাদের জন্যই তো অধিক সঙ্গত। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন।

يَبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ *

অর্থঃ- হে বনী আদম! প্রতিবার মসজিদে উপস্থিত হবার সময় নিজেদের পোশাক পরিধান করে লও, এবং খাও ও পান কর, আর অপচয় করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরাঃ আ'রাফ-৩১)

ব্যাখ্যাঃ- এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতো। এটাকেই শরীয়তের বিধান বলে বিশ্বাস করতো। দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাত্রে স্ত্রীলোকেরা কাপড় খুলে ফেলে তাওয়াফ করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় (যার মধ্যে বাইতুল্লাহর তাওয়াফের ইবাদতও রয়েছে) শরীরকে উলঙ্গ অবস্থা থেকে রক্ষা কর এবং গুপ্তাঙ্গকে আবৃত করে ফেল। তাছাড়া নিজেদেরকে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত কর। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটাই লিখেছেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পান কর, তোমাদের উপর কোনই দোষারোপ করা হবে না। কিন্তু দু'টি জিনিস নিন্দনীয় বটে। একটি হচ্ছে অপব্যয় ও অমিতাচার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দর্প ও অহংকার। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা খাও, পর এবং অপরকেও দাও। কিন্তু অপব্যয় করো না এবং তোমাদের মধ্যে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়।

(ইবনু কাসীর)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরীঃ (এক) রিয়া ও নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার । অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুসী প্রকাশ করার জন্যে জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী ও

তাবিয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টিত হবে না।

এমনি ভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

———*———

(২) শানে নুযূলঃ আবরাহা নামক জনৈক খ্রীষ্টান রাজ প্রতিনিধি ইয়ামান অঞ্চলে কা'বা ঘরের প্রতিদ্বন্দ্বী এক গীর্জা নির্মাণ করল, ইচ্ছা-মানুষ কা'বার পরিবর্তে এ ঘরে সমবেত হোক। কুরাইশরা এতে ব্যথিত হল। জনৈক আরব তাতে পায়খানা করে রাখল; পরে ঘটনা ক্রমে আগুন লেগে উহা ভস্মিভূত হয়ে গেল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করতে চলল। "ওয়াদীয়ে মুহাস্সার" নামক স্থানে পৌঁছলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ঠোঁটে ও পায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নিয়ে আসল এবং আবরাহা ও তার সৈন্য দলের উপর ফেলল। সকলেই এতে ধ্বংস হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে এ ঘটনা জানিয়ে সূরা ফীল নাযিল করেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ .... مَّأْكُولٍ *

অর্থঃ- *আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রভু হাতী ওয়ালাদের সংগে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (কাবা বিনষ্ট করার ব্যাপারে) তাদের চেষ্টা তদবীরকে কি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি? এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করলেন, যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয়*

প্রস্তর সমূহ নিক্ষেপ (করতে ছিল)। আল্লাহ তাদেরকে পোকায় কাটা ভূষির ন্যায় (বিনষ্ট) করে দিলেন। (সূরা ঃ ফীল-১-৫)

ব্যাখ্যাঃ- আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ্ হুমাইরীকে বললোঃ তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো এবং ঘোষণা করে দাওঃ আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কাবাগৃহ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তা হলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ্ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারলো যে, আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ্ আব্দুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আব্দুল মুত্তালিব বললেনঃ "আল্লাহর কসম ! আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই। আল্লাহর সম্মানিত ঘর তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) জীবন্তস্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই করবেন। অন্যথায় তাঁর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং শক্তিও নেই।" হানাতাহ্ তখন তাঁকে বললেনঃ "ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহ্র কাছে চলুন।" আব্দুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হতো। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করলো। সে তার দোভাষীকে বললোঃ তাকে জিজ্ঞেস করঃ তিনি কি চান ? আব্দুল মুত্তালিব জানালেন ঃ "বাদশাহ্ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।" বাদশাহ্ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বললোঃ প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্য আপনার এতো চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোন চিন্তা নেই ! আমি আপনাদের ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস করে

ধূলিসাৎ করতে এসেছি।" এ কথা শুনে আব্দুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, "শোনেন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি।" আর কা'বাগৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।" তখন ঐ নরাধম বললেনঃ "তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন।" এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি। মোটকথা, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেনঃ "তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।" তারপর আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্যে আব্দুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দু'আ করেছিলেনঃ

"আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করবেন। হে আল্লাহ ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়।" অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর এক শত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ-আয়োজন করলো। বিশেষ হাতী মাহমূদকে সজ্জিত করা হলো।

পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফাইল ইবনু হাবীব তখন মাহমূদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেনঃ "মাহমূদ তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছো সেখানে ভাল ভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছো।" এ কথা বলে নুফাইল হাতীর কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকটে এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মাহমূদ নামক হাতীটি নুফাইলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না। পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামানের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো। পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পড়লো। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করলো। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়লো এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু'পায়ে দু'টি করে কঙ্কর ছিল। কঙ্করের ঐ টুকরাগুলি ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই ডালের সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফাইল নুফাইল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে এনেছিল। নুফাইল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সঙ্গে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন।

কাফিরদের সাথে সন্ধি

(১) শানে নুযূলঃ ষষ্ঠ হিজরীতে রসূল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণ সহ ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। কিন্তু

কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিল। পরিশেষে স্থির হল যে, পরবর্তী বছর তিন দিনের জন্য মক্কাকে রসূল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মুক্ত করে দিবে। পরবর্তী বৎসর যিলক্বাদ মাসে রসূল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বদলবলে মক্কা রওয়ানা হলেন। যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহররম ও রজব এ চার মাস সম্মানিত মাস। এ মাসগুলিতে যুদ্ধ করা হারাম। কাজেই মুসলমানরা ইতস্ততঃ করতে লাগল যদি কাফিররা ওয়াদা ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমরা আত্মরক্ষা করব কিরূপে? তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا -
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ*

অর্থঃ *আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা (চুক্তি ভঙ্গ করে) তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয় এবং সীমা লঙ্গন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।* (সূরাঃ বাকারা-১৯০)

ব্যাখ্যাঃ- গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিযরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল' তথা যুদ্ধ- বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়- অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী' ইবনু- আনাস (রাঃ)- এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফিরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ- সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই– নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, পঙ্গু, অসমর্থ

অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না- সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়িয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়িয। কারণ, তারা "যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে" এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস) যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যে সব উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ..... (এবং সীমা অতিক্রম করো না)- বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

---

(২) শানে নুযূলঃ সুরাক্বা ইবনু মালিক মুদ্‌লেজী বদর ও ওহুদের ঘটনার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, আমাদের সঙ্গে সন্ধি করুন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধির উদ্দেশ্যে খালিদকে সেখানে প্রেরণ করলেন। এ শর্তে সন্ধি হল যে, তারা মুসলমানাদের প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে না। কুরাইশ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সম্মিলিত সমস্ত সম্প্রদায় তাদের এ চুক্তিতে শরীক থাকবে।' এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا

مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ - وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ★

অর্থঃ- *তারা এ আশা করে যে, যেমন তারা কাফির, তদ্রূপ তোমরাও কাফির হয়ে যাও; যাতে তারা ও তোমরা এক রকম হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু গ্রহণ করোনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে যেখানেই পাও ধর এবং হত্যা কর। আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী রূপেও নয়।* (সূরাঃ নিসা-৮৯)

ব্যাখ্যাঃ- কাফিররা চায় যে, তাদের মত তোমরাও কুফরী কর, যেন তোমরা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্যে হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এ বর্ণনাটি তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তখন -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

"কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। সুতরাং যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হবে তারাও তাদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে।"

সহীহ বুখারী শরীফে হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনায় রয়েছে যে, এরপর যে চাইতো মদীনার মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং চুক্তিপত্রের কারণে নিরাপত্তা লাভ করতো। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি এ হুকুমকে রহিত করে দেয় ঃ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

অর্থঃ- অর্থাৎ যখন হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন

মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর।

*

(৩) শানে নুযূলঃ- আব্বাস (রাঃ) বন্দী হয়ে আসলে মুসলমানগণ তাঁকে শির্ক ও আত্মীয় বিচ্ছেদের অপবাদ দিল। তিনি বললেন, তোমরা আমার দোষেরই কথা বলছ; কিন্তু আমরা যে মসজিদে হারামকে আবাদ রাখছি, কাবা ঘরের তাযীম করছি ইত্যাদি গুণের কথা বলছ না। তখন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ـ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

অর্থঃ- *আর তাদের অন্তর সমূহে ক্ষোভ (ও ক্রোধ) দূর করে দিবেন এবং (কাফিরদের মধ্য হতে) যার প্রতি ইচ্ছা হয় আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি এ ধারণা করবে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এমনি যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।*

(সূরাঃ তাওবা-১৫-১৬)

ব্যাখ্যাঃ- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর

তাৎপর্য। অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কালিমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

কাফির ও ইয়াহুদদের বিদ্রুপ

(১) শানে নুযূলঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহকে ক্বারযে হাসানা দিবে" আয়াতটি নাযিল হলে ইয়াহুদীরা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার আল্লাহ কি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন যে, বান্দার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছেন? তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ ـ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ـ وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ *

অর্থঃ- *নিশ্চয়, আল্লাহ শ্রবণ করেছেন ঐ সকল লোকের কথা– যারা*

এরূপ বলে, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনবান। আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব এবং তাদের অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও। আর আমি বলবো, আগুনের আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর।

(সূরাঃ আল ইমরান-১৮১)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে ইয়াহুদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, যে, আল্লাহ্ তাআলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলা বাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়ত বলেছিল যে, কুরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাড়ায় যে, আল্লাহ্ ফকীর ও পর মুখাপেক্ষী! তাদের এই অহেতুক ধারণাটি সতঃস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ তাঁর নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহ্কে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, যে ভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহার কষ্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইয়াহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনে কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি মিথ্যা

আরোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়।

---

(২) শানে নুযূলঃ- মুসলমানরা মক্কায় নিজেদের লোকজন ও ধন-সম্পদ রেখে মদীনায় চলে গেলে কাফিররা জোরপূর্বক তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিত। কোন মুসলমানকে হাতে পেলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলত। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ـ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ*

অর্থঃ- *অবশ্য ভবিষ্যতে তোমরা স্বীয় ধনসমূহে ও স্বীয় প্রাণসমূহে আরো পরীক্ষিত হবে। এবং ভবিষ্যতে আরো বহু বেদনাদায়ক কথা অবশ্যই শুনবে তাদের নিকট হতে- যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে এবং মুশরিকদের পক্ষ হতেও। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেয করতে থাক, তবে (তোমাদের জন্য উত্তম; কেননা,) এটা তাকীদী নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত।*

(সূরাঃ আল ইমরান-১৮৬)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন-'বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন-'সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার উপর এটা খুব কঠিন কাজই বটে।' উসামা

ইবনু যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবের অপরাধ প্রায়ই ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্যধারণ করতেন ও আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের উপর আমল করতেন। অবশেষে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইবনু কাসীর)

এতে মুসলমানদিগকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফির, মুশরিক ও আহ্‌লে কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠ সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের পক্ষে উত্তম– তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয়ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্‌লে কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন- পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি; বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সৎ কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তাওরাতের বিধি- বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) -এর রিওয়ায়াত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তাওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তাওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎ কর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার

ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- কাফিরগণ মুসলমানদের মজলিসে বসে কুরআন ও ইসলামের সমালোচনা এবং বিদ্রুপ করে থাকে। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে এরূপ করতে দেখলে তোমরা সে মজলিস থেকে উঠে যেও। সাহাবাগণ বললেন, কাবার তাওয়াফ এবং মসজিদে হারামে অবস্থান করা আমাদের জন্য জরুরী কাজ। তারা কুরআনের বিদ্রুপ করলেও আমরা এমতাবস্থায় ইবাদত ত্যাগ করতে পারি না। আমরা কি এতে গুনাহগার হব? তখন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .... يَكْفُرُوْنَ *

অর্থঃ- *আর যারা মুত্তাকী, তাদের উপর তাদের হিসাবের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু তাদের দায়িত্ব হল সদুপদেশ দেয়া, হয়ত তারাও সংযমী হবে। আর এরূপ লোক হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক; যারা নিজেদের ধর্মকে খেল ও তামাশা বানিয়ে রেখেছে; অথচ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, আর এ কুরআন দ্বারা উপদেশও প্রদান করতে থাক, যেন কেউ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন (আযাবে) এমনিভাবে জড়িত না হয়ে পড়ে যে না কোন গাইরুল্লাহ তার সাহায্যকারী হবে আর না সুপারিশকারী হবে। আর অবস্থা এরূপ হবে যদি সে বিশ্বের সকল বিনিময়ও প্রদান করে তথাপি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না। এরা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুন (আযাবে) লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পান করার জন্য অতি উত্তপ্ত পানি থাকবে ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে স্বীয় কুফরের দরুণ।* (সূরাঃ আনআম-৬৯-৭০)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল- নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

"আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় তা বন্ধ করা, এবং তা বন্ধ করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই।"

অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্ ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় যালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ

ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুষ্ট লোকেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- আবু জাহাল বলত নবুওয়াত আমাদের বংশে মুহাম্মদের উপর নাযিল হয়েছে? যে পর্যন্ত আমরা তার ন্যায় ওয়াহী প্রাপ্ত না হব, আর তার প্রতি না সন্তুষ্ট হব। ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা বলল, নবুওয়াত সত্য হলে মুহাম্মদের চেয়ে আমি তো বয়সেও বড় এবং ধন-দৌলতও আমার বেশী। আমারই তো নবী হওয়া সমীচীন ছিল। এতদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ـ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ *

অর্থঃ- *আর যখন তাদের নিকট কোন আয়াত সমাগত হয়, তখন এরূপ বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না যে পর্যন্ত আমাদেরকেও তেমনি বস্তু (ওয়াহী) না দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলগণকে দেয়া হয়। যোগ্য পাত্রকে তো আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন- যেখানে তিনি স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করেন; অচিরেই এ সমস্ত লোক যারা এ অপরাধ করেছে, আল্লাহর*

নিকট পৌঁছে অপমানিত হবে এবং কঠিন শাস্তি হবে তাদের শঠতার বিনিময়ে। (সূরাঃ আনআম-১২৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনোঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এ ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বগৃভী বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ প্রধান আবু জাহাল একবার বলল যে, আবদি মানাফ গোত্রের (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্, সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসে। আবু জাহাল বললঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওয়াহী আসে। আয়াতের (আরবী) বাক্যের অর্থ তাই।

নবুওয়াত সাধনালব্ধ বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মহান পদ। কুরআন মাজীদ এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, রিসালাত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুওয়াত বংশগত সম্ভ্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়াত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালাত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালাত ও নবুওয়াত উপার্জন করার বস্তু নয়

যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহ্র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুওয়াত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্র এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্র জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

---

(৫) শানে নুযূলঃ- নাযৃর ইবনু হারিস জনৈক কাফির সর্দার পারস্য হতে তথাকার রাজণ্য বর্গের কাহিনী খরিদ করে এনে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে বলত, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনাচ্ছে। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস্কান্দিয়ার এবং পারসিক রাজণ্যবর্গের কাহিনী শুনাচ্ছি। কাফিররা তার কাহিনীগুলিকে মনোরম মনে করত আর কুরআন শ্রবণ করত না। কাউকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহান্বিত দেখলে তাকে স্বীয় ক্রীতদাসীর হাতে পানাহার করাত এবং গান শুনাত ও বলত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম অপেক্ষা এটা উত্তম। এতদউপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ *

অর্থঃ- *আর কিছু লোক এরূপ আছে, যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় যা অমনোযোগী কারক, যেন সে না বুঝে আল্লাহ পথ হতে বিপথগামী করতে পারে এবং এর (সত্য পথের) প্রতি বিদ্রুপ করতে পারে। এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।* (সূরাঃ লুকমান-৬)

ব্যাখ্যাঃ- দুররে মনসূরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

---

(৬) শানে নুযূলঃ- নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কাফিররা তাদের মন্ত্রণা গৃহে একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য কোন মন্দ উপাধি স্থির করার পরামর্শ করল, কেউ গনক, কেউ উন্মাদ, কেউ যাদুকর উপাধির প্রস্তাব দিল। "যাদুকর" এজন্য বলা হবে যে, তিনি বন্ধু হতে বন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ সংবাদ শুনে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন দুঃখে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। তখন নিম্ন আয়াত নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ..............................

অর্থঃ- হে বস্ত্রাবৃত (রসূল)..।

(সূরাঃ মুয্যাম্মিল-১)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরি গুহায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরিশতা জিবরাঈল আগমন করে "ইক্‌রা" সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফিরিশতার এই অবতরণ ও ওয়াহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে

বললেন অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওয়াহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফতরাতুল ওয়াহী" বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেনঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফিরিশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললামঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

---

(৭) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় ছেলে কাসিমের ইন্তিকাল হলে আস বিন সাহমী ও ওয়ায়েল প্রমুখ কতিপয় কাফির বলতে লাগল, "মুহাম্মদের বংশ নিপাত হল। তার নাম নেবার মত কেউ রইল না।" (নাউযুবিল্লাহ) তাদের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে তাঁকে রক্ষা করার জন্য কেউ রইল না। অতএব, এ ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সূরা কাউসারটি নাযিল হয়। আরবি

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ *

অর্থঃ- *নিশ্চয়, আমি আপনাকে (হাউযে) কাওসার দান করেছি, অতএব, আপনি (ও নিয়ামত সমূহের শুকরিয়া স্বরূপ) স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন, আর (আল্লাহর নামে) কুরবানী করুন; নিঃসন্দেহে*

আপনার দুশমনই বেনাম-নিশান (হবে)। (সূরাঃ কাওসার-১-৩)

ব্যাখ্যাঃ- সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কণ্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিক সংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেনঃ এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফিরিশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলবঃ পরওয়ারদিগার, সে তো আমার

উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।

(বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, নাসায়ী)

কাফিরদের অত্যাচার

(১) শানে নুযূলঃ- একদিন আবূ জাহাল নামাযের অবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথার উপর গোবর নিক্ষেপ করল। হামযাহ (রাঃ) শিকার হতে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা তার নিকট বললেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ আবু জাহলের নিকট গেলেন এবং ধনুক দ্বারা তার মাথায় জোরে আঘাত করলেন এবং কাফিরদের দেবতাদেরকে খুব গালি দিলেন। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল হয়।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا - وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ *

অর্থঃ- *আর এরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকেই (প্রথমতঃ) পাপে লিপ্ত করেছি, যেন তারা তথায় ধোকাবাজী করতে থাকে; বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই ধোঁকাবাজী করছে, অথচ তারা মোটেই অনুভব করছে না।* (সূরাঃ আনআম-১২৩)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যেমন তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যান্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করতে রয়েছে, আর তোমার বিরোধিতায় ও শত্রুতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রূপ তোমার পূর্বের রসূলদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা শত্রুতা করে এসেছিল।

অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তা তো অজানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে ওর প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে পাপাচারী করেছিলাম এবং নবীদের শত্রু বানিয়ে রেখেছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ "হে রসূল ! সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন কাফিররা তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র বানিয়ে নেয় (এবং বলে) এই লোকটিই কি তোমাদের মা'বূদদের সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকে ? অথচ তারা রহমানের (আল্লাহর) যিকিরকে ভুলে বসেছে।" আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ "হে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে এরূপ বিদ্রূপ ও উপহাস করা হয়েছিল কিন্তু তাদের সেই উপহাসের জন্যে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"

---

(২) শানে নুযূলঃ- মক্কার কাফিরদের অবাধ্য ও অসদাচরণের দরুণ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করলে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবূ সুফইয়ান রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি জগতের জন্য রহমত। কুরাইশরা আপনারই আত্মীয়। দু'আ করুন যাতে দুর্ভিক্ষ দূর হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল। কিন্তু কুরাইশরা পুনরায় অবাধ্যতা শুরু করল। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ *

অর্থঃ- *আর আমি তাদেরকে আযাবে আক্রান্ত করেছিলাম, তবুও তারা স্বীয় রবের সমীপে বিনত হয়নি এবং মিনতিও করেনি। এমন কি যখন আমি তাদের উপর ভীষণ আযাবের দ্বার খুলে দিব, সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে।* (সূরাঃ মু'মিনূন-৭৬-৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আর বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শির্ককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আয় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলেঃ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেই তাই। আবূ সুফিয়ান বললঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করলেন। ফলে,

তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালন কর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আয় দুর্ভিক্ষ দুর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শির্ক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। (মাযহারী)

"وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা যার উপকার করতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। (কুরতুবী)

---

(৩) শানে নুযূলঃ কতিপয় বিশিষ্ট লোক ঈমান এনে মক্কা হতে মদীনায় চলে যাবার পরে মক্কার নেতৃবৃন্দ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে অতিশয় যন্ত্রণা দেয়ার ফলে তারা ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۔ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۔ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থঃ- *আর কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে ফেলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে কোন কষ্ট পৌঁছানো হয়, তখন তারা মানুষের প্রদত্ত কষ্টকে এমন (ভীষণ) মনে করে, যেমন আল্লাহর আযাব; আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানই) ছিলাম; আল্লাহর কি সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরের কথাসমূহ জানা নেই?*

(সূরাঃ আনকাবূত-১০)

ব্যাখ্যাঃ- কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে এমন ধরনের কিছু লোক আছে যারা বলে; আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু যখনই কোন রকম কষ্ট ও মসীবত এসে পড়ে, তখন তারা মানুষের দেয়া কষ্ট-ক্লেশকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির মতই মনে করে। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনও রকম সাহায্য এসে পৌঁছায়, তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো মুসলমানদের সাথেই রয়েছি।

---

(৪) শানে নুযূলঃ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন, আবূ জাহাল তাঁকে বলল, আবার যদি নামায পড়তে দেখি, তবে পা দ্বারা ঘাড় চেপে ধরব। আরেক দিন তাঁকে নামায পড়তে দেখে সে কু-অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে চলল। কিন্তু নিকটে যেতেই হঠাৎ পিছিয়ে এসে বলল, আমি নিকটে যেতেই ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দেখলাম। তাতে পাখা বিশিষ্ট জন্তু সমূহ রয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে বললেন "তারা ফিরিশ্তা"। আবূ জাহাল আরেকটু অগ্রসর হলেই খণ্ডখণ্ড করে ফেলত। তখন সূরা আলাকের ছয় নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى - أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى - إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى - أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - ...... إِذَا صَلَّى *

অর্থঃ- *সত্য সত্যই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমা হতে বের হয়ে যায়, এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আচ্ছা, তার অবস্থা বল, যে নিষেধ করে, (আমার) এক (বিশিষ্ট) বান্দাকে, যখন সে নামায পড়ে।*

(সূরাঃ আলাক-৬-১০)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহালকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর যুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিত্তশালী, শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সমর্থপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবূ জাহালের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। সে ছিল মক্কার বিত্তশীলদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে শ্রদ্ধা করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকূল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। "إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى" অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব

নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

এ সূরাটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহাল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লেও সাজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে "সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখছেন ? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কল্পনাও করা যায় না।

---

(৫) শানে নুযূলঃ- আল্লাহর আদেশক্রমে একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম "সাফা" পাহাড়ে চড়ে স্বীয় নিকটাত্মীয়গণকে ধর্মের আহ্বান শুনালেন। এটা শুনে তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল, "তোমার ধ্বংস হোক, এ জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকেছ"? এ সম্পর্কে সূরা লাহাব নাযিল হয়। আবূ লাহাবের স্ত্রীও নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নানা প্রকারে কষ্ট দিত। অত্র সূরায় তারও নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ *

অর্থঃ- *আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ভেঙ্গে যাক এবং সে বিনষ্ট হোক। না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে, আর না তার উপার্জন; অচিরেই*

সে এক শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে; এবং তার স্ত্রীও যে কাষ্ঠ বহন করে আনে। (এবং দোযখে) তার গলায় একটি রশি হবে খুব পাকানো।

(সূরাঃ লাহাব-১-৫)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ্ বুখারীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতহা নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে " ইয়া সাবা'হাহ্ ইয়া সাবা'হাহ (অর্থাৎ হে ভোরের বিপদ, হে ভোরের বিপদ) বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কুরাইশ নেতা সমবেত হলো। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ 'যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলায় শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করবো"। তখন তিনি তাদের কে বললেনঃ "শোনো আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তির আগমন সংবাদ দিচ্ছি।" আবুলাহাব তাঁর একথা শুনে বললোঃ "তোমার সর্বনাশ হোক, একথা বলার জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ লাহাব হাত ঝেড়ে নিম্নলিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেলঃ

تبالك سائر اليوم অর্থাৎ "তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক।" আবূ লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ্‌র সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উয্যা ইবনু আবদুল মুত্তালিব। তার কুন্‌ইয়াত বা ছদ্ম পিতৃপদবীযুক্ত নাম আবূ উৎবাহ ছিল। তার সুদর্শন ও কান্তিময় চেহারার জন্যে তাকে আবূ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হতো। সে ছিল রসূলুল্লাহ্‌র সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্যে এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্যে সচেষ্ট থাকতো।

রাবীআ'হ ইবনু ইবাদ দাইলী (রঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন.ঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল মাজায এর বাজারে দেখেছি,সে সময় তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোক সকল! তোমরা বলঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে"। বহু লোক তাকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছনেই গৌরকান্তি ও সুডোল দেহ -সৌষ্ঠবের এর অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললোঃ "হে লোক সকল! এ লোকটি বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী।" মোট কথা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সুদর্শন এই লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল । আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললোঃ"এ লোকটি হলো রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবূ লাহাব"।

(৬। শানে নুযূলঃ-) লাবীদ নামক এক ইয়াহুদী তার কন্যা দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যাদু করেছিল। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে "সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস" এক সঙ্গে নাযিল হয়। যাদু কারিনীরা এক খণ্ড আঁতের মধ্যে ফুৎকার দিয়ে এগারটি গিরা দিয়েছিল। এ দু'টি সূরায় এগারটি আয়াত রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) এক একটি আয়াত পড়লে এক একটি গিরা খুলে গেল এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ হলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ